B.A 2nd Semester (H)
Paper - CC3
Section - A

ঋগ্বেদ সংহিতার স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ঋষিদৃষ্ট ছন্দোযুক্ত পাদবন্ধ যে ঋক্‌মন্ত্র সমূহ তাদের সমষ্টিকে ঋক্ সংহিতা বা ঋগ্বেদ সংহিতা বলা হয়। সংহিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রাচীনত্ব সর্ববাদিসম্মত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদসংহিতা। সামসংহিতায় যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শুক্ল যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে বহুসংখ্যক ঋক্‌মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়

ঋক্ সংহিতার দুই প্রকার ভাগ দৃষ্ট হয়— [ক] মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ [খ] অষ্টক, অধ্যায় বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম বিভাগটি অনুষ্ঠানের উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি অধ্যয়নের পক্ষে উপযোগী। ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে বলা হয় ঋক্। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে সূক্ত ও কতকগুলি সূক্তের সমষ্টিকে বলা হয় অনুবাক। এরূপ কয়েকটি অনুবাকের সমষ্টি হল এক একটি মণ্ডল। সমগ্র ঋক্ সংহিতায় ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত ও ১০৪৭২টি ঋক্ আছে। এছাড়া ১১টি 'বালখিল্য' সূক্ত এবং কতগুলি 'খিলসূক্ত' বা পরিশিষ্ট ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ অনুযায়ী কতকগুলি অধ্যায় নিয়ে অষ্টক গঠিত। এই বিভাগ অনুসারে ঋক্‌সংহিতায় আছে ৮৩টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায় এবং ২০০৬টি বর্গ।

প্রাচীনকালে ঋক্‌সংহিতার অনেকগুলি শাখা ছিল—কূর্ম পুরাণে একুশটি, বিষ্ণুপুরাণে নয়টি, 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে পাঁচটি, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থে পনেরটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে ঋগ্বেদের শাকল ও বাস্কল শাখাই পাওয়া যায়, অন্য শাখাগুলি সম্ভবতঃ লুপ্ত। শাকল শাখা মতে ১০১৭টি সূক্ত এবং বাস্কল শাখা মতে ১০২৮টি সূক্ত ঋক্‌সংহিতার অন্তর্গত। ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলে বিভিন্ন বংশীয় ঋষিদের মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে এবং দুটি মণ্ডলেই সূক্ত সংখ্যা সমান-সমান (১৯১)। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম মণ্ডল পর্যন্ত যথাক্রমে সাতটি ঋষিকুলের শ্রুতিরক্ষিত মন্ত্ররাশি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথা—গৃৎসমদ (২য় মণ্ডল), বিশ্বামিত্র (৩য়), বামদেব (৪র্থ), অত্রি (৫ম), ভরদ্বাজ (৬ষ্ঠ), বশিষ্ঠ (৭ম) এবং কণ্ব (৮ম)। এই মণ্ডলগুলিকে তাই বলা হয় 'Family Books' বা গোষ্ঠীমণ্ডল। নবম মণ্ডলটি শুধু সোমমন্ত্রের সংগ্রহ। দশটি মণ্ডলে সূক্তগুলি বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে দেবদেবীর প্রশস্তি ও তাঁদের প্রবৃত্তির স্ফুরণ ও বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম সূক্ত অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তের সংখ্যাই সবাধিক। সূক্তগুলিতে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, উষা, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ প্রভৃতি দেবতার স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। দেবতাগণের কাছে সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে ঋষিদের আকুল প্রার্থনা এই সূক্তগুলিতে দেখা যায়। দেবতার উদ্দেশ্যে এই সূক্তগুলি কল্পনার ইন্দ্রজালে অপরূপ কাব্যধর্মে অতুলনীয় ও রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঋগ্বেদের প্রায় ১৮টি সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি আর্যদের দার্শনিক ভাবনা অবলম্বনে রচিত। এই দার্শনিক সূক্তগুলির সঙ্গে যাগযজ্ঞের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এগুলিতে ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছে। এই ধরণের সূক্তগুলির অধিকাংশই স্থান পেয়েছে দশম মণ্ডলে। অন্যান্য মণ্ডলে এই সূক্তগুলির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম মণ্ডলেও দার্শনিক ভাবসমৃদ্ধ সূক্ত পাওয়া যায় — একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ইন্দ্র সূক্তে যেখানে প্রতিটি মন্ত্রে ইন্দ্রের সর্বাতিশায়ী মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে।—'স জনাস ইন্দ্র'। দশম মণ্ডলের হিরণ্যগর্ভ সূক্ত (১২১), দার্শনিক সূক্তসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।' এছাড়া দার্শনিক সূক্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত (১০/৯০), দেবী সূক্ত (১০/১২৫) ও রাত্রি সূক্ত (১০/১২৭)।

Scanned by CamScanner

ঋগ্বেদে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সূক্ত আছে, যেগুলিতে দেবতা বিষয়ক ভাবনা মুখ্য স্থান লাভ করেনি। ধর্মের সঙ্গে এই সূক্তগুলির কোন সংস্রব নেই। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এদের মূল্য অপরিসীম। ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই বলে এই সূক্তগুলিকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত। তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিন্তাধারা, সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানার পক্ষে এই সূক্ত সমূহের মূল্য অপরিসীম। এই জাতীয় সূক্তের মধ্যে একদিকে যেমন আছে বিভিন্ন নীতিমূলক সূক্ত, নারাশংসী, দানস্তুতি প্রভৃতি; অপরদিকে তেমনি আছে সংবাদসূক্ত, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ত প্রভৃতি। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সংখ্যক সূক্ত। কোন দেবতার উল্লেখ না করে এখানে অনেক দেবতার গুণকীর্তিত হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তের ৫২টি মন্ত্রই গভীর রহস্যে আবৃত। সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সংখ্যক সূক্তটি ভেকসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। নবম মণ্ডলের ১১২ সংখ্যক সূক্তে পার্থিব বিভিন্ন বস্তুলাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তের দানের মূল্য সম্পর্কে নীতিমূলক মন্ত্র আছে। নীতিপ্রতিপাদক সূক্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূক্ত হল অক্ষসূক্ত (১০/৩৪)।

ঋগ্বেদের কতগুলি সূক্তে আছে রাজা এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর পৃষ্ঠপোষকের দানের প্রশংসা। দানের প্রশংসাসূচক এই সূক্তগুলিকে বলা হয় 'দানস্তুতি'। কতগুলি ঐতিহাসিক নাম ও ঘটনার উল্লেখ থাকায় সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও অপরিসীম। উল্লিখিত সূক্তগুলি ছাড়াও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ঋগ্বেদে কতকসূক্তের বৈশিষ্ট্য বা বিষয়বস্তু। এর কোনটি রোগ নিরাময়ের জন্যে অশুভ প্রভাব দূরীকরণের জন্যে রচিত, কোনটি বা শত্রুনাশের জন্যে রচিত।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে যজ্ঞসংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকায় তাদের কাব্যত্ব ব্যাহত হয়েছে এবং রহস্যজালে আবৃত হয়েছে। অগ্নি ও সোমের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তগুলি সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এগুলি ছাড়া বাকি সূক্তগুলি কল্পনার মাধুর্যে, কাব্যধর্মের শিক্ষিত সুষমায় এবং রসোচ্ছলতায় অপরূপ। কিছু কিছু সূক্ত আবার গীতিময়তায় সমৃদ্ধ। ভিন্টারনিৎস তাই বলেছেন "...as through their flowery language are to be found among the songs of surya, parjanya, Marutas and above all to usas."

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ঋগ্বেদসংহিতার অবদান অনস্বীকার্য। সে যুগের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতবর্ষে যে দর্শন; সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি দেখা যায় তার বীজ আছে ঋগ্বেদ সংহিতাতেই। সরলমতি আর্য্যগণের আদিমানবীয় ধর্মবিশ্বাস, এখানে যেমন প্রতিফলিত, তেমনি দার্শনিক চিন্তাশীলতার অসদ্ভাবও এখানে নেই। সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে যেমন জানা যায়, তেমনি মানবমনের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ও জানা যায়। শুধু তাই নয়, মানব সভ্যতার প্রারম্ভিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঋগ্বেদসংহিতার অবদান অপরিসীম।

Scanned by CamScanner

B.A 2nd Semester(H) Paper—CC3 Section-A

ঋগ্বেদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

সাধারণত ঋগ্বেদ সংহিতায় বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্তুতি আছে। ঋগ্বেদে প্রায় সমস্ত সূক্তই – কোন না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তবে এমন কিছু সূক্ত ঋগ্বেদে আছে যেখানে দেবতার স্তুতি পরিলক্ষিত হয় না। কিংবা দেববিষয়ক ভাবনা প্রধান স্থান লাভ করে না। ঋগ্বেদ সংহিতায় সূক্তগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের যোগ থাকলেও এই ধরনের সূক্তগুলির সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগাযোগ নেই। একথা সত্য যে দেববিষয়ক সূক্তগুলির তুলনায় এই জাতীয় ধর্মসংস্পর্শহীন সূক্তগুলি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এগুলির মূল্য অপরিসীম। এই সূক্তগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত (Secular Hymns) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে বিভিন্ন নীতিমূলক সূক্ত, দান স্তুতি, সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক সূক্ত, সংবাদসূক্ত ও নারাশংসী প্রভৃতি সূক্ত আছে। ঋগ্বৈদিক কালে সমাজ সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী এই সূক্তগুলি থেকে জানা যায়।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সংখ্যক সূক্তটি (মণ্ডূক সূক্ত) ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্ত্রের কোন যজ্ঞীয় বিনিয়োগ নেই। যদিও এই সূক্তের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে তবু এ বিষয়ে সকলে একমত যে পৃথিবীতে বৃষ্টি আনয়নের জন্য মণ্ডূক বা ভেকগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। অধ্যাপক 'ব্লুমফিল্ড' এই সূক্তটিকে যাদুনীতি রূপে উল্লেখ করেছেন। এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে বর্ষাসমাগমে উৎফুল্ল ভেকগণের শব্দকে ব্রহ্ম লাভকারী ব্রাহ্মণদের মন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — (৭.১০৩.২)

"দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্ দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি॥"

ঋগ্বেদে এরকম ইন্দ্রজালমূলক সূক্তের সংখ্যা প্রায় ৩০টি। এগুলির মধ্যে কোনোটিতে রয়েছে অশুভশক্তির দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা, কোনটিতে আছে রোগ নিরাময়ের বিষয় আবার কোনটিতে শত্রুদের উপর বিবৃত হয়েছে। এছাড়া সন্তানোৎপাদনের জন্য এবং সুখের ঘুম লাভের জন্য কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। (সপ্তম মণ্ডলের ৫৫ সংখ্যক সূক্তে ঘুমের আয়োজন এবং আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে)

ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে নীতিমূলক অপৌরুষেয় সূক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবম মণ্ডলের ১১২ সংখ্যক সূক্তে পার্থিব বিভিন্ন বস্তু লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। দশম মণ্ডলের ৭১ সংখ্যক সূক্তে ভাষা শিক্ষার বিষয় এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্যের প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তে দানের মূল্য সম্পর্কে — নীতিমূলক মন্ত্র আছে। এই শ্রেণীর সূক্তের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দশম মণ্ডলের ৩৪ সংখ্যক সূক্তটি যা অক্ষসূক্ত নামে পরিচিত। অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এক হতভাগ্যের মর্মন্তুদ বিলাপ এই সূক্তের মূল বিষয়। পাশা খেলার প্রলোভন দুর্নিবার। আফিম নেশার মত এই পাশাখেলা মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। এই প্রসঙ্গটি দিয়ে সূক্তটির উপদেশমূলক এবং তা সূচনা হলেও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির করুণাবস্থা, তার পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় তার সবই বর্ণিত হয়েছে। সূক্তের সমাপ্তিতে ঐ ব্যক্তির অনুশোচনা পরিস্ফুট হয়েছে এবং অন্য জুয়াড়ীদের প্রতি ঐ অনুতপ্ত ব্যক্তি এই উপদেশ দিয়েছে যে - অক্ষক্রীড়ার দুর্নিবার আকর্ষণ ত্যাগ করে তারা যেন কৃষিকার্যে নিরত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে দশম মণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্তটি যেটি বিবাহ বিষয়ক সূক্ত নামে পরিচিত, উল্লেখযোগ্য। এখানে সোমের সঙ্গে সূর্যকন্যা সূর্যার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূক্তে বিবাহিত দম্পতির উপদেশ লক্ষ্য করা যায়। সূক্তের শেষভাগে নবদম্পতির জীবনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য অশুভ শক্তি ও আধিদৈবিক আধিব্যাধিকে মন্ত্র বলে বিতাড়িত করার কথা পাওয়া যায়। শেষ মন্ত্রটিতে বর এবং বধূর সম্মিলিত প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে — (১০.৮৫.৪৭)

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥"

Scanned by CamScanner

এগুলি সূক্তে ব্যাখ্যাত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য। এগুলিকেও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সৃষ্টি রহস্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে (১০.৯০), হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (১০.১২১) এবং সর্বাধিক নাসদীয় সূক্তে (১০.১২৯)। উক্ত তিনটি সূক্ত দার্শনিক সূক্তরূপেও পরিচিত। ঋগ্বেদে কিছু সূক্তে দানের ও দাতার স্তুতি করা হয়েছে। ধনী রাজাদের যজ্ঞে পুরোহিতের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ঋষিরা প্রচুর দক্ষিণা পেতেন। যজমানের দক্ষিণায় সন্তুষ্ট হয়ে ঋষিরা সেই দানের যেমন প্রশংসা করতেন তেমনি দাতারও প্রশংসা করতেন। দাতার স্তুতিমূলক সূক্তগুলিকে বলা হয় নারাশংসী আর দানের প্রশংসাসূচক সূক্তগুলিকে বলা হয় দানস্তুতি। দশম মণ্ডলের ১০৭ সংখ্যক এবং ১১৭ সংখ্যক সূক্ত দুটি এই জাতীয় রচনা। সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকেরা যাতে পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্ররোচিত হন এজন্য প্রাচীন কালে প্রদত্ত দানসামগ্রির আনুপাতিক ও ঐতিহাসিক বর্ণন এইসব দানস্তুতিতে রয়েছে। সেই দিক থেকে এই সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

সংলাপের আকারে রচিত ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত (১০.৯৫), যম-যমী সূক্ত (১০.১০) সরমা-পণি সূক্ত (১০.১০৮), বৃষাকপি সূক্ত (১০.৮৬), অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কথোপকথন (১.১৭৯) প্রভৃতি উল্লেখের দাবী রাখে। ওল্ডেনবার্গ এই সূক্তগুলিকে আখ্যান সূক্ত নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এগুলিতে নাটকের প্রথম বীজ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া কিছু সূক্তে পারলৌকিক ক্রিয়ার রীতিনীতি (১০.১৮) কিছু সূক্তে আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত দুঃখ (১০.৬৩), কোথাও বা অরণ্যানীর বর্ণনা (১০.১৪৭), আবার কোথাও বা রাত্রির বর্ণনা (১০.১২৭) করা হয়েছে। শেষোক্ত দুটি সূক্ত অর্থাৎ অরণ্যানী ও রাত্রিসূক্ত কবিত্বরসে সমৃদ্ধ। নবম মণ্ডলের ১১২ সংখ্যক সূক্তটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র পেশা উল্লিখিত হয়েছে। এটিকেও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। পাশ্চাত্যেরা একদিকে যেমন পরবর্তীকালের সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন তেমনি অন্যদিকে নাটকের আদি উৎস বলে এগুলিকে বর্ণনা করেছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত উইন্টারনিৎস - এর মতে ঋগ্বেদের গাথা জাতীয় রচনাগুলি পরবর্তীকালে সংস্কৃত মহাকাব্য ও নাটকের উৎস। এইভাবে পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য এই ধর্ম নিরপেক্ষ সূক্ত গুলির উত্তরাধিকার বহিত হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও বেশ কিছু ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে।

Sukumar Khorda

Scanned by CamScanner